ভোরের কাগজ

তারিখ ... DEC. 0৩ 1999
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৬

কারিগরি শিক্ষার বেহাল অবস্থা

দেশের ভৌত অবকাঠামো তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তির বিকল্প কিছু হতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে বাংলাদেশের এখন প্রয়োজন বিরাটসংখ্যক দক্ষ জনশক্তি। বাংলাদেশে পলিটেকনিক, মনো টেকনিক, টিটিসি এবং অসংখ্য বেসরকারি কারিগরি তথা টেকনিক্যাল সেন্টার দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এসব শিক্ষায় শিক্ষিতরা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োগ ঘটাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছেন। বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা পলিটেকনিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলতে হয়। পলিটেকনিকসমূহে ৩ বছর ২ মাসমেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের শিক্ষার ধরন হচ্ছে ষাট ভাগ ব্যবহারিক এবং চল্লিশ ভাগ তাত্ত্বিক। কিন্তু বাস্তবে দশ ভাগও ব্যবহারিক হয় কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন শপে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা না বলাই ভালো। মেশিনগুলোর অবস্থা তথৈবচ। কয়েকজন শিক্ষকের ব্যবসায়িক চিন্তাধারায় এখন প্রায় সব শিক্ষকই প্রাইভেট পড়ানো শুরু করেছেন। যা এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় নিষিদ্ধ।

বিশ্বের শিল্পোন্নোত দেশগুলো যেমন- জাপান, জার্মানি এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তির হার আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই এসব দেশ যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি ঘটিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে তার সফল প্রয়োগ ঘটাচ্ছে।

আমরা জানি আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তদুপরি সামর্থ্যের সিকি ভাগও আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। তার জন্য কারিগরি শিক্ষার অসামঞ্জস্যতা বহুলাংশে দায়ী।

সরকার কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরে আরো ২০টি পলিটেকনিক স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু পুরোনো ২০টি পলিটেকনিককে যথাযথ সংস্কার, আধুনিকায়ন না করে নতন পলিটেকনিক স্থাপনের প্রস্তাব কতোটুকু যুক্তিযুক্ত? এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এ কোর্সকে ৪ বছরে রূপান্তর করা যেন এখন স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আজ একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে। সামনেই নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ, সময় এসেছে কারিগরি শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর। এর প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার। বিশ্বের প্রতিটি দেশ যেখানে প্রতিদিন এগুচ্ছে আমরা সেখানে পিছিয়ে পড়ছি। তাই সরকারের কাছে আবেদন থাকবে। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ নিন। তা না হলে এসব শিক্ষা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা দূরে থাক দলে দলে বোঝা উপহার দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। দেশ ও জাতির জন্য তা কখনই মঙ্গলজনক নয়।

লিটন চৌধুরী
ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।